আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে সর্বনিম্ন রানের বিশ্ব রেকর্ড

টি-টোয়েন্টিতে প্রথমে ব্যাট করে প্রতিপক্ষ দল তুলেছে ২৭১ রান। এই রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৭ রানে অলআউট হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড গড়ল আইভরিকোস্ট। প্রথমে ব্যাট করা দল নাইজেরিয়া।

নাইজেরিয়া-আইভরিকোস্ট ম্যাচটি ছিলৈ ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ের। নাইজেরিয়ার লাগোসে তাফাওয়া বেলেওয়া স্কয়ার ক্রিকেট ওভালের ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ২৭১ রান তোলে নাইজেরিয়া। ওপেনার সেলিম সালাউ খেলেন ৫৩ বলে ১১২ রানের ইনিংস। ২ ছক্কা ও ১৩ চার মারা সেলিম মাঠ ছেড়েছেন ‘আহত অবসর’ হয়ে। আরেক ওপেনার সুলাইমন রানসিউয়ি করেন ২৯ বলে ৫০ রান।

আর পাঁচে নামা মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আইজাক ওকপে ৬ ছক্কা ৩ চারে ২৩ বলে ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। স্কোরকার্ডই বলে দিচ্ছে, আইভরিকোস্টের বোলারদের ওপর কী ঝড়টাই না বয়ে গেছে!

কিন্তু নাইজেরিয়ার ব্যাটসম্যানদের এমন ‘বেধড়ক পিটুনি’র পর দেখা গেল পুরো উল্টো চিত্র, আইভরিয়ানরা যেন ব্যাটই ধরতে জানেন না! ওপেনার ওত্তারা মোহাম্মদ যখন প্রথম ওভারের শেষ বলে আউট হন, স্কোরবোর্ডে ৪ রান। টানা দুই বলে দুটি ডাবলস নিয়ে পরের বলে আউট হন তিনি। ওই ৪ রানের পরই ধসে পড়ে পুরো ব্যাটিং লাইনআপ। আর ৩ রান তুলতেই একে একে আউট হয়ে যান বাকি ৯ ব্যাটসম্যান। এর মধ্যে ৪ রানে প্রথম ও দ্বিতীয় উইকেট, ৫ রানে তৃতীয় ও চতুর্থ উইকেট, ৬ রানে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম এবং ৭ রানে অষ্টম, নবম ও দশম উইকেটের পতন ঘটে। এমন নয় যে কেউ প্রথম বলে আউট হয়েছেন। প্রত্যেক ব্যাটসম্যানই কমপক্ষে দুটি বল খেলেছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি সর্বনিম্ন স্কোর। ভেঙে গেছে দুই মাস আগে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে মঙ্গোলিয়ার ১০ রানে অলআউট হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড।

সর্বনিম্ন ৭ রানে অলআউট হলেও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বলে অলআউটের লজ্জায় পড়তে হয়নি আইভরিকোস্টকে। দলটি খেলেছে ৭.৩ ওভার বা ৪৫ বল, সর্বনিম্ন বলে অলআউটের রেকর্ডটা রয়ে গেছে ২০২৩

সালে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে রুয়ান্ডার ৩৭ বল (অলআউট ২৪ রানে)। গত মাসেই এই আইভরিকোস্ট সিয়েরা লিওনের কাছে অলআউট হয়েছিল ২১ রানে।

নাইজেরিয়া যে ২৭১ রানের পুঁজির পর ৭ রানে অলআউট করে সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ড গড়তে পেরেছে তা–ও নয়। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রানের দিক থেকে সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ডটা এখনো গত মাসে গাম্বিয়ার বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের ২৯০ রানের জয়। নাইজেরিয়ার ২৬৪ রানের জয়টি তালিকায় তৃতীয়।

সূত্র: ইত্তেফাক

২৭ কোটি রুপিতে আইপিএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার পন্ত

রেকর্ডটা ২৫ মিনিটও ধরে রাখতে পারলেন না শ্রেয়াস আইয়ার। ভারতীয় মুদ্রায় ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ২৫ মিনিটের ব্যবধানে সেই রেকর্ড নিজের করে নিলেন তারই সতীর্থ ঋষভ পন্ত।

ভারতীয় মুদ্রায় পন্তকে ২৭ কোটি রুপিতে দলে নিয়েছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস।

সর্বশেষ দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলেছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার। রাইট টু ম্যাচ কার্ডে তাকে ধরে রাখতে পারত দিল্লি। তবে দাম অনেক হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে রাখেনি তারা।

আইপিএলের সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় হবেন পন্ত এমনটা অবশ্য জেদ্দায় নিলাম শুরুর আগেই গুঞ্জন উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। তবে তার আগে রেকর্ড গড়েছিলেন আইয়ার। গত টুর্নামেন্টে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে শিরোপা জেতানো ব্যাটার এবার খেলবেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে। ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে পাঞ্জাব

কেনায় টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার হয়েছিলেন।

তবে পন্ত দামি খেলোয়াড় হওয়ায় এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্রিকেটার হয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে।

এর আগে দামি খেলোয়াড় হওয়ার পথে মিচেল স্টার্কের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন আইয়ার। গত নিলামে তাকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিনেছিল। এবার অবশ্য ১১ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে দিল্লি ক্যাপিটালস অস্ট্রেলিয়ান পেসারকে নিয়েছে।
সূত্র: কালের কণ্ঠ

২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে আইপিএলের দামি ক্রিকেটার আইয়ার

আইপিএলের নিলামের শুরুতেই তাক লাগিয়ে দেন আর্শদ্বীপ সিং। এবারের নিলামে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তার নাম ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দলগুলো তাকে কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাকে ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ কোটি রুপিতে রাইট টু ম্যাচ কার্ডে নেয় তার পুরোনো দল পাঞ্জাব কিংস।

তবে আইপিএলের ইতিহাসে সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছেন শ্রেয়াস আইয়ার।

ইতিহাস গড়েছেন তিনি। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি। ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে পাঞ্জাব নিয়েছে তাকে। সর্বশেষবারের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক তিনি। কলকাতা নাইট রাইডার্স তার নেতৃত্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। আগের দামি ক্রিকেটার ছিলেন মিচেল স্টার্ক। গত নিলামে তাকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিনে নিয়েছিল। এর আগে এবারের আইপিএলের প্রথম নিলামেই বাজিমাত করেন আর্শদ্বীপ।

বাঁহাতি পেসের মতোই ‘মেগা নিলামে’ টাকার ঝড় তুলেছেন তিনি।

এখন পর্যন্ত আইপিএলের ইতিহাসে পঞ্চম দামী ক্রিকেটার হয়েছেন আর্শদ্বীপ। তাকে ১৮ কোটি ভারতীয় রুপিতে নিয়েছে পাঞ্জাব কিংস।

তবে সেটা রাইট টু ম্যাচ কার্ড হিসেবে। গত টুর্নামেন্টেও বলিউড নায়িকা প্রীতি জনতার দলের হয়েই খেলেছেন ২৫ বছর বয়সী পেসার।

শুরুতেই মার্কি খেলোয়াড়দের নিলাম হয়। তাতে প্রথম নাম ওঠে আর্শদীপের। এরপর তাকে নিয়ে বেশকটি দলের টাকার ঝড় ওঠে। তাতে ভারতীয় মুদ্রায় সর্বোচ্চ ১৮ কোটি রুপি দাম হাঁকেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তবে রাইট টু ম্যাচ কার্ডে তাকে নিয়ে নেয় পাঞ্জাব। এতে করে সর্বোচ্চ দাম হাঁকিয়েও ভারতীয় পেসারকে দলে ভেড়াতে পারেনি হায়দরাবাদ। নিলামের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ভারতীয় মুদ্রায় ১০ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কাগিসো রাবাদাকে নিয়েছে গুজরাট টাইটানস। গত টুর্নামেন্টে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

আইপিএলের মেগা নিলাম আজ

তিন বছর পর আবারো ঘুরে এলো মেগা নিলাম। প্রতিবছরই আইপিএলে খেলোয়াড় বিক্রির জন্য নিলাম হয়। তবে মেগা নিলাম হয় তিন বছর পর পর। মেগা নিলামের বছর দলগুলো আগের মৌসুম থেকে সর্বোচ্চ ছয়জন খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারে। দলগুলোকে বাকি সব খেলোয়াড়কে ছেড়ে দিয়ে নিলাম থেকে আবার কিনতে হয়।

মেগা নিলাম ছাড়া বাকি নিলামগুলোয় খেলোয়াড় বিক্রির পরিমাণ থাকে কম। কারণ, জায়গাই তখন কম খালি থাকে। মেগা নিলামে বেশি খেলোয়াড় বিক্রি হয় বলে এটি দুই দিনব্যাপী হয়।

আইপিএল ২০২৫-এর মেগা নিলামের জন্য নিবন্ধন করেছিলেন মোট ১৫৭৪ জন খেলোয়াড়। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর আগ্রহের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত নিলামে জায়গা পেয়েছেন ৫৭৫ জন খেলোয়াড়। এর মধ্যে ৩৬৬ জন ভারতীয়, ২০৯ জন বিদেশি (অ-ভারতীয়)। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে ৪৮ জনের এর মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা আছে (ক্যাপড), ৩১৮ জন এখনো অভিষেকের অপেক্ষায় (আনক্যাপড)।

বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইংল্যান্ডের ৩৮ জন। এরপর অস্ট্রেলিয়ার ৩৭ জন। দক্ষিণ আফ্রিকার আছেন ৩১ জন, নিউজিল্যান্ডের ২৪, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২২, শ্রীলঙ্কার ১৯, আফগানিস্তানের ১৮, বাংলাদেশের ১২, জিম্বাবুয়ের ৩, আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের ২ জন করে, স্কটল্যান্ডের ১ জন।

এবারের নিলামে অংশ নেবে ২০২৫ আইপিএলের ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি। একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ২৫ ও সর্বনিম্ন ১৮ জনের স্কোয়াড তৈরি করতে পারবে। সুতরাং ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি মিলে সর্বোচ্চ ২৫০ জন খেলোয়াড় নিতে পারবে। এর মধ্যে ১০টি দল মিলে আগেই তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ৪৬ জন খেলোয়াড়কে ধরে রেখেছে। তার মানে সর্বোচ্চ ২০৪ জন খেলোয়াড় বিক্রি হবেন এবারের নিলামে। কোনো দল যদি ২৫ জনের স্কোয়াড না করে আরও ছোট স্কোয়াড করে, তাহলে সংখ্যাটা আরও কমে আসবে।

মেগা নিলামে একটা দল সর্বোচ্চ ১২০ কোটি ভারতীয় রুপি খরচ করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস আগেই চুক্তিবদ্ধ ৫ জন খেলোয়াড়কে ধরে রেখেছে, যাঁদের পেছনে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির এরই মধ্যে ৭৫ কোটি রুপি খরচ হয়ে গেছে। সুতরাং অন্তত ১৮ জনের স্কোয়াড গঠন করতে হলে মুম্বাইকে বাকি ৪৫ কোটি রুপি দিয়ে আরও ১৩ জন খেলোয়াড় কিনতে হবে।

কোন দল কাদের ধরে রেখেছে
মুম্বাই ইন্ডিয়ানস: জসপ্রীত বুমরা (১৮ কোটি), সূর্যকুমার যাদব (১৬.৩৫), হার্দিক পান্ডিয়া (১৬.৩৫), রোহিত শর্মা (১৬.৩০), তিলক বর্মা (৮ কোটি)।

চেন্নাই সুপার কিংস: রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৮ কোটি), মাতিশা পাতিরানা (১৩ কোটি), শিবম দুবে (১২ কোটি), রবীন্দ্র জাদেজা (১৮ কোটি), মহেন্দ্র সিং ধোনি (৪ কোটি)।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: বিরাট কোহলি (২১ কোটি), রজত পাতিদার (১১ কোটি), যশ দয়াল (৫ কোটি)।

দিল্লি ক্যাপিটালস: অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫ কোটি), কুলদীপ যাদব (১৩.২৫ কোটি), ট্রিস্টান স্টাবস (১০ কোটি), অভিষেক পোরেল (৪ কোটি)।

কলকাতা নাইট রাইডার্স: রিংকু সিং (১৩ কোটি), বরুণ চক্রবর্তী (১২

কোটি), সুনীল নারাইন (১২ কোটি), আন্দ্রে রাসেল (১২ কোটি), হর্ষিত রানা (৪ কোটি), রমনদীপ সিং (৪ কোটি)।

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস: নিকোলাস পুরান (২১ কোটি), রবি বিষ্ণয় (১১ কোটি), মায়াঙ্ক যাদব (১১ কোটি), মহসিন খান (৪ কোটি), আয়ুশ বাদোনি (৪ কোটি)।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: প্যাট কামিন্স (১৮ কোটি), অভিষেক শর্মা (১৪ কোটি), নীতিশ রেড্ডি (৬ কোটি), হাইনরিখ ক্লাসেন (২৩ কোটি), ট্রাভিস হেড (১৪ কোটি)।

গুজরাট টাইটানস: রশিদ খান (১৮ কোটি), শুবমান গিল (১৬.৫ কোটি), সাই সুদর্শন (৮.৫ কোটি), রাহুল তেওয়াতিয়া (৪ কোটি), শাহরুখ খান (৪ কোটি)।

পাঞ্জাব কিংস: শশাঙ্ক সিং (৫.৫ কোটি), প্রভসিমরন সিং (৪ কোটি)।

রাজস্থান রয়্যালস: সঞ্জু স্যামসন (১৮ কোটি), যশস্বী জয়সোয়াল (১৮ কোটি), রিয়ান পরাগ (১৪ কোটি), ধ্রুব জুরেল (১৪ কোটি), শিমরন হেটমায়ার (১১ কোটি), সন্দীপ শর্মা (৪ কোটি)।

মেগা নিলামে মার্কি খেলোয়াড়

দলগুলোর আগ্রহের ভিত্তিতে নিলামে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত খেলোয়াড়দের একটা তালিকা করা হয়েছে। তাঁদের বলা হচ্ছে মার্কি খেলোয়াড়। এবার নিলামে মার্কি খেলোয়াড়দের দুটি সেট করা হয়েছে। প্রতি সেটে থাকছেন ৬ জন খেলোয়াড়। প্রথম সেটে থাকছে জস বাটলার, শ্রেয়াস আইয়ার, ঋষভ পন্ত, কাগিসো রাবাদা, অর্শদীপ সিং ও মিচেল স্টার্ক। দ্বিতীয় সেটে থাকছে যুজবেন্দ্র চাহাল, লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভিড মিলার, লোকেশ রাহুল, মোহাম্মদ শামি ও মোহাম্মদ সিরাজ।

যেভাবে হবে নিলাম

সবার আগে নিলামে উঠবেন মার্কি খেলোয়াড়েরা। তারপর এরই মধ্যে যাঁদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে, তাঁদের নিজ নিজ বিশেষত্ব অনুযায়ী ভাগ করে নিলামে তোলা হবে, যেমন ব্যাটসম্যান, অলরাউন্ডার, উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান, ফাস্ট বোলার, স্পিনার। এরপর একইভাবে এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা খেলোয়াড়দের তোলা হবে নিলামে। ৫৭৪ জনের নিলাম শেষ হলে দলগুলো অবিক্রীত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে কাঙ্ক্ষিত খেলোয়াড়দের একটা

তালিকা দেবে। সেই তালিকায় থাকা খেলোয়াড়দের আবার নিলামে তোলা হবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

আইপিএল নিলামের আগে নিষিদ্ধ হলেন ভারতের ২ ক্রিকেটার

মাত্র একদিনের অপেক্ষা শেষে অনুষ্ঠিত হবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৮তম আসরের মেগা নিলাম। সেই নিলামের আগে দুঃসংবাদ পেলেন ভারতীয় দুই ক্রিকেটার মানীশ পান্ডে ও সৃজিত কৃষ্ণ। সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের কারণে নিষিদ্ধ হলেন তারা।

জানা গেছে, বিসিসিআইয়ের সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন আরও দীপক হুদা, সৌরভ দুবে এবং কেসি কারিয়াপ্পা। তাদের বোলিং অ্যাকশনও সন্দেহজনক তালিকায় রয়েছে। আইপিএল নিলামের আগে সব দলকে চিঠি পাঠিয়ে এই ৫ ক্রিকেটারের কথা জানিয়ে দিয়েছে বোর্ড।

মানীশ, দীপকরা আইপিএলের নিয়মিত প্লেয়ার। মানীশ কেকেআরের হয়ে আইপিএল জিতেছেন। গত মৌসুমে ছোট নিলামে কেকেআর কিনেছিল তাকে। একাধিক ম্যাচে পরের দিকে নেমে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। তবে দল তাকে রাখেনি।

যদিও এই ৫ ক্রিকেটারের কাউকেই দল রিটেইন করেনি। তবে নিলাম থেকে তাদের দল পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিসিসিআইয়ের এমন খবর জানার পর দলগুলো তাদের দলে ভেড়াতে নিশ্চয় ভাববে।

আগামীকাল (রোববার) সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হবে আইপিএলের মেগা নিলাম। দুই দিনব্যাপী এই মহাযজ্ঞে নিলামে তোলা হবে মোট ৫৭৫ জন ক্রিকেটারকে। তাদের মধ্যে ৩৬৬ জন ভারতীয় ক্রিকেটার। বাকি ২০৯ জন বিদেশি ক্রিকেটার। নিলামে বাংলাদেশ থেকে আছেন ১২ জন।

আর খেলা মাঠে গড়াবে আগামী বছরের ১৪ মার্চ। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগটি চলবে দুই মাসেরও বেশি

সময় ধরে। ২৫ মে ফাইনাল দিয়ে শেষ হবে আসর। এবারের আইপিএল আগের সব আসরকে ছাপিয়ে যাবে বলে ধারণা আয়োজকদের।

সূত্র: ইত্তেফাক

দর্শনায় শহীদ আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধ স্মৃতি ফুটবল টুনার্মেন্ট সেমি ফাইনাল অনুষ্ঠিত

দর্শনা রামনগর মাথাভাঙ্গা যুব সংঘের উদ্যোগে শহীদ আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধ স্মৃতি ফুটবল টুনার্মেন্ট সেমি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে রামনগর ফুটবল মাঠে এ সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্টিত হয়।

এ সেমিফাইনাল খেলায় যশোর জেলা কল্যান একাদশ সমিতিকে ২-০ গোলে পরাজিত করে পাবনা আয়ুব খান স্মৃতি ফুটবল একাদশ ফাইলালে উঠেছে। খেলার প্রথম পযার্য়ে খেলায় কোন দল কোন গোল করতে পারেনি। তবে দ্বিতীয় পর্বের খেলায় পাবনা আয়ুব স্মৃতি ফুটবল একাদশের ৯নং খেলোয়ার কাওছার আলী ৪৭ মিনিটের সময় ১ম গোলটি করে এবং ১১ নং খেলোয়ার ৫৫ মিনিটের সময় দ্বিতীয় গোলটি করেন বিপ্রো। ফলে ২-০ গোলে যশোর জেলা কল্যান একাদশকে পরাজিত করে পাবনা আয়ুব খান স্মৃতি ফুটবল একাদশ।

সেমিফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শফিকুল ইসলাম সাবু বিপ্রোকে সেরা খেলোয়ারের হিসাবে পুরুস্কার তুলে দেন। রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন নিপুন এবং লাইচম্যান হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন আলো ও রবিউল ইসলাম। রামাযুষের সভাপতি জহির রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমি ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে দর্শনা পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার শামীম উদ্দিন, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ও প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সংগঠনিক সম্পাদক নাহারুল ইসলাম, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন,দর্শনা পৌর বিএনপির যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল হাসান, সাবেক দর্শনা পৌরদলের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, থানা বিএনপির সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম। মদনা পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জসিম উদ্দিন। তবে আজকের খেলায় দর্শক গ্যালারীতে ছিলো পরিপূর্ণ উপচে পড়া ভীর ও মাঠ ভর্তি দর্শক ছিলো দেখার মত। সমগ্র ফুটবল খেলার ধারা ভাষ্য দেন হাসান গাজী ও সবুজ হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাহান আলী।

মেহেরপুরে পৌর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে জমকালো আয়োজনে পৌর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির আয়োজনে আজ শুক্রবার (২২ নভেম্বর) সকার সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে খেলার উদ্বোধন করেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

তিনি বেলুন উড়িয়ে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

ছাত্রনেতা আহমেদ রাজিব খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, বিএনপি নেতা হাবিব মাহমুদ, হাজী ফজলু খান, গাজী খায়রুল, আবু ইউসুফ মিরন, মনিরুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার মুক্তা এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেত্রী সাইদাতুন নাহার নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ বিএনপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

টুর্নামেন্টে মেহেরপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় ৮ নম্বর ওয়ার্ড ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দল।

পৌর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

‘এবার আইপিএল নিলামের সব রেকর্ড ভেঙে দেবেন পন্থ’

আগামী ২৪ ও ২৫ নভেম্বর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হবে আইপিএলের মেগা নিলাম। এবারের নিলামে বড় আকর্ষণ ভারতীয় উইকেটরক্ষক ব্যাটার ঋঝভ পন্থ। তিনি আইপিএলের নিলামের সব রেকর্ড ভেঙ্গে দেবেন বলে মনে করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা।

জিও সিনেমাতে উথাপ্পা বলেন, ‘আমার মনে হয় ঋষভ পান্থকে কিনতে প্রায় ২৫-২৮ কোটি রুপি ব্যয় করা হতে পারে। অবশ্যই একটি বিশাল অঙ্কের টাকা পাবেন এবং এই নিলামে সর্বোচ্চ অর্থ প্রদানকারী খেলোয়াড় হয়ে উঠবেন।’

পাঞ্জাব ও ব্যাঙ্গালুরু পন্থকে দলে টানার চেষ্টা করবে উল্লেখ করে

তিনি আরও বলেন, ‘পান্থকে এত দামে কেনা দেখতে আকর্ষণীয় হবে, কারণ আমি মনে করি পাঞ্জাব কিংস তাকে কিনতে চাইবে এবং আরসিবিও তাকে নেতৃত্বের ভূমিকায় এবং একজন উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে কিনতে চাইবে।’

শুধু উথাপ্পা নন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক আকাশ চোপড়াও মনে করেন দামের রেকর্ড গড়বেন পন্থ। আকাশ বলেন, ‘আমি মনে করি ঋষভ পান্থ আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হতে চলেছেন। যদি পন্থ এবং পাঞ্জাব কিংসের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকে, তবে তারা তাকে কেনার জন্য কঠোর চেষ্টা করবে, তা না হলে ঋষভ পান্থের জন্য রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সবচেয়ে সম্ভাব্য গন্তব্য হয়ে উঠবে। তবে আমি বিশ্বাস করি অন্যান্য দলও পান্থের জন্য বিড করবে। এই মেগা নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হতে চলেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা।’

সূত্র: ইত্তেফাক

দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বে পাঁচে নেমে গেল ব্রাজিল

বছরের শেষ ম্যাচটা জয় দিয়ে শেষ করতে পারল না ব্রাজিল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে বুধবার (২০ নভেম্বর) উরুগুয়ের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে সেলেসাওরা। এর আগের ম্যাচেও ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে একই ব্যবধানে ড্র করেছিলো দরিভালের দল। টানা দুই ম্যাচে ড্র করে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার পাঁচে নেমে গেল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

সালভাদরের এরিনা ফন্টে নোভা স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে দুই দলই কোনো ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। ব্রাজিল প্রথমার্ধে সাতটি শট নিলেও মাত্র একটি ছিল লক্ষ্যে। অপরদিকে পুরো ম্যাচেই নিজেদের রক্ষণভাগে মনোযোগ দিয়েছে বিয়েলসার উরুগুয়ে।

দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে উরুগুয়ে এগিয়ে যায়। ডি-বক্সের বাইরে থেকে ভালভার্দের বাঁকান শট নাগালে পাননি ব্রাজিলের গোলরক্ষক এডারসন। তবে সেই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি উরুগুয়ে। ম্যাচের ৬২তম মিনিটে সমতায় ফেরে ব্রাজিল।

উরুগুয়ের ডি-বক্সে জটলা লাগলে বল ভালোভাবে ক্লিয়ার করতে পারে না ডিফেন্ডাররা। ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেয়া গারসনের শট জাল খুঁজে নেয়। দারুণ এই গোলে সমতায় ফেরার পর আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে দেয় ব্রাজিল। তবে উরুগুয়ের ডিফেন্স ভাঙতে পারছিল না ভিনিসিউস-ইঘোররা।

শেষ দিকে দারুণ জমে ওঠা লড়াইয়ে গোল করার চেষ্টা করেছে দুই দলই। তবে প্রত্যাশিত গোলের দেখা পায়নি কোনো দল। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়তে হয় ব্রাজিল ও উরুগুয়েকে।
১২ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে কনমেবল অঞ্চলের টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উরুগুয়ে। সমান ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে নেমে গেছে ব্রাজিল। ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা।

সূত্র: ইত্তেফাক

মুরাদের হ্যাটট্রিকে প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশের দাপট

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের আগে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিলেক্ট ইলাভেনের বিপক্ষে ব্যাটে-বলে দুই বিভাগেই দাপট দেখিয়েছে টাইগাররা। বিশেষ করে হ্যাটট্রিক করে সব আলো নিজের করে নিয়েছেন স্পিনার হাসান মুরাদ। তার হ্যাটট্রিকে দাপট দেখিয়ে ড্র করেছে বাংলাদেশ।

ম্যাচের প্রথম দিনে টস জিতে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। রানের দেখা পান লিটন দাস, জাকের আলি অনিক ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। অন্যদের সুযোগ দিতে নিজের ইচ্ছায় নির্বাসনে যান।

লিটন ৩১, জাকের ৪৮ ও অঙ্কন ৪১ রান করেন। তবে অন্য ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ২৫৩ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। জবাবে ব্যাট করতের নেমে প্রথম দিনে ১ উইকেট হারিয়ে দিন শেষ করে ক্যারিবিয়ানরা।

দ্বিতীয় দিনে বল হাতে দাপট দেখান টাইগার বোলাররা। দুই পেসার হাসান মাহমুদ ও তাসকিন আহমেদের তোপে ধুঁকতে থাকে ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা।

বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল বোলার বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ। মাত্র ১.৪ ওভার বল করে ১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি। পর পর তিন বলে নেওয়া তার উইকেটগুলো যদিও টেল এন্ডারদের।

নিজের দ্বিতীয় ওভার করতে এসে দ্বিতীয় বলে ভেতরে ঢোকা বলে এলবিডব্লিউ করেন বাঁহাতি ব্যাটার ন্যাথান এডওয়ার্ডকে। তৃতীয় বলে আরেক বাঁহাতি নাভিন বাইদাসিকেও একই রকম ডেলিভারিতে করেন বোল্ড। চতুর্থ বলে ডানহাতি চাইম হোল্ডার এলবিডব্লিউ হলে প্রস্তুতি ম্যাচে হ্যাটট্রিকের আনন্দে ভাসেন মুরাদ।

এতে ৯ উইকেট হারিয়ে ৮৭ রান সংগ্রহ করে দিন শেষ করে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিলেক্ট ইলাভেন। ক্যারিবিয়ানদের পক্ষে কিমানি মিলিউস করেন সর্বোচ্চ ২৩ রান। এছাড়া জ্যাস্টিন গ্রেভস ২০ ও ড্যানিয়েল ব্যাকফোর্ড নেন ১৯ রান।

সূত্র: ইত্তেফাক